দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... MAR. 24 1999
পৃঃ 24 কলাম 1

ভবিষ্যৎ প্রকল্প অর্থায়নে এডিবির নয়া শর্ত

প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে সরকারকে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করিতে হইবে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বলিয়াছে, বাংলাদেশে প্রশাসনিক পরিবর্তন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে সরকারের দৃঢ় ও সুস্পষ্ট অঙ্গীকার পাওয়া না গেলে এডিবি আর নূতন কোন প্রকল্পে অর্থায়ন করিবে না। এডিবি আরও বলিয়াছে, এই ব্যাপারে সরকার দৃঢ়ভাবে আগাইয়া না আসিলে এডিবি প্রকল্প প্রক্রিয়ার গতি শ্লথ করিয়া দিবে। ফলে সাহায্য হ্রাস পাইবে। ইহাছাড়াও সরকারের যে সকল এজেন্সী বা বিভাগ সংস্কার বাস্তবায়নে ব্যর্থ হইবে ভবিষ্যতে উহাদের ঋণ প্রদানের ব্যাপারেও সতর্কতা অবলম্বন করা হইবে।

এডিবি'র এক সাহায্য স্মারকে এই কথা বলা হইয়াছে। এডিবি'র একটি উচ্চ পর্যায়ের মিশনের বাংলাদেশ সফর

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

এডিবির নয়া শর্ত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

উপলক্ষে এই স্মারক প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই মিশন বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সফর শেষ করিয়াছে। গত ১১ই মার্চ এই প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর শুরু করে। 'কান্ট্রি প্রোগ্রাম মিশন' নামে পরিচিত এই প্রতিনিধিদল ঐ দিনই অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে (ইআরডি) সফরের শেষ পর্যালোচনা বৈঠকে বসে।

এই মিশনের প্রণীত স্মারকে বলা হইয়াছে, ১৯৯৮-৯৯ অর্থবৎসরের শুরু হইতেই দেশে ভয়াবহ বন্যার কারণে সার্বিক অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়িয়াছে। ইহারই ফলশ্রুতিতে চলতি অর্থবৎসরে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হার ৩ দশমিক ৬ শতাংশ হইবে বলিয়া মনে করা হইতেছে। মূলতঃ কৃষিখাতে ব্যাপক শস্যহানির কারণেই জিডিপি'র হার হ্রাস পাইতেছে। শস্য উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার হইবে নিম্নমুখী। শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি গত ১৯৯৭-৯৮ অর্থবৎসরের অর্জন ৮ দশমিক ১ শতাংশের তুলনায় ৫ দশমিক ১ শতাংশে নামিয়া আসিতে পারে।

স্মারকে এডিবি আরও বলিয়াছে, বন্যার কারণে সরকারকে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইয়াছে। পুনর্বাসন কর্মসূচী বাস্তবায়নেও সরকারের ব্যয় বড়িয়াছে। ইহার ফলে সরকারের বাজেট ঘাটতি গত অর্থবৎসর হইতে ১ শতাংশ বাড়িয়া জিডিপি'র ৬ দশমিক ৪ শতাংশে দাঁড়াইতে পারে। বন্যার কারণে লেনদেনের ভারসাম্যেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়িয়াছে। হিমায়িত খাদ্য, চামড়া, পাট ও চা খাতে রফতানী আয় হ্রাস পাইয়াছে। পাশাপাশি বিশ্বের অর্থনৈতিক সংকটের কারণেও রফতানী হ্রাস পাইয়াছে। সরকারের চলতি হিসাবের ঘাটতিও ১ শতাংশের বেশী বাড়িয়া যাইতে পারে।

এডিবি সব শেষে বলিয়াছে, বন্যার কারণে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে দরিদ্র ও দুঃস্থরা। দরিদ্র জনগোষ্ঠী সম্পদ ও শস্য দুইই হারাইয়াছে। ফলে দেশের যে জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠিতে সমর্থ হইয়াছিল, বন্যা আবার তাহাদের দারিদ্র্যসীমার নীচে নামাইয়া দিয়াছে। এডিবি বলিয়াছে, আগামী দুই অর্থবৎসরে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কাটাইয়া উঠার জন্য আরও অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে সরকার দাতাদের কাছে যে সাহায্যের আবেদন জানাইয়াছিল তাহাতে ভাল সাড়া পাওয়া গিয়াছে।